ফকির এ কথা শুনি দড়ি পাকাইল।
পিঠমোড়া দিয়া হীরামনকে বাঁধিল।।
*দল কাটা বেঁকি অস্ত্র পোড়ায়ে আগুনে।
গ্রীবার উপরে অগ্নি ধরিল তখনে।।
কিছু নাহি বলে হীরামন মৃদু হাসে।
ফকির কহিছে 'ইহা সহে কি মানুষে?
ইহাকে সারিতে আমি হইলাম ত্যক্ত।
সারা বড় কষ্ট হ'ল দৃষ্টি বড় শক্ত।।
ইহাকে যে ধরেছে করিব তারে ধ্বংস।
খাওয়াইতে হবে কাঁচা কচ্ছপের মাংস।।
চেষ্টা করি কাঠা আনো আর আনো *ঢা'লো।
তারে খাওয়াইব এরে যে এসে ধরিল।।
আনিয়া কচ্ছপ মাংস তাহাকে খাওয়ায়।
হাত পেতে এনে মাংস গ্রাসে গ্রাসে খায়।।
তবু হীরামন নাহি হইল সদ্‌ভাব।
ফকির বলেছে এ যে বড় অসম্ভব।।
পুনঃ পৃষ্ঠমোড়া দিয়ে দু'বাহু বাঁধিল।
হস্তদ্বয় বাঁধি তার একত্র করিল।।
সূক্ষ্মতন্তু দিয়া তার বাঁধিল যে কর।
দুই দুই অঙ্গুরী করিয়া একতর।।
ওঝা বলে ছেড়ে যা'বি কিনা যা'বি বোঝ।
এত বলি অঙ্গুলীর মধ্যে মারে গোঁজ।।
ঋর্জুর কন্টক তবে চারিটি আনিয়া।
নখতলে মাংস মধ্যে দিল বিধাঁইয়া।।
ভাল রজ্জু দিয়া দিল পিঠমোড়া বাঁধা।
নাহি তা'তে হা-হা হুঁ-হু নাহি তা'তে কাঁদা।।
কেহ যদি বলে 'কেন এত কষ্ট কর।'
ওঝা বলে তোমরা তা বুঝিবারে নার।।'
হাহা হুঁহু নাহি করে পাও নাহি দিশে।
যার দৃষ্টি তার কষ্ট ওর কষ্ট কিসে।।

* *দল—জলজ লতা বিশেষ।*
* *ঢা'লো—এক জাতীয় কচ্ছপ।*

হীরাতে কি হীরা আছে সে হীরা এ নয়।
তা হ'লে কি হারামের কাঁচা মাংস খায়।।
পুনর্ব্বার বেঁকি অস্ত্র আগুনে পোড়ায়।
পোড়া ঘা উপরে যবে ধরিবারে যায়।।
এমন সময় উঠি হুঙ্কার করিয়া।
গাত্রমোড়া দিয়া দড়ি ফেলিল ছিঁড়িয়া।।
হাতঝাড়া দিলে কাঁটা খসিয়া পড়িল।
অঙ্গুলী-বন্ধন হাত মোড়ায়ে ছিঁড়িল।।
স্বাভাবিক ভাবে যে শরীর তার ছিল।
ভয়ঙ্কর দেহ তার দ্বিগুণ বাড়িল।।
বেঁকি অস্ত্র কাড়িয়া লইল অতি কোপে।
আরক্ত লোচন ক্রোধে ওষ্ঠাধর কাঁপে।।
দাঁড়াইল হীরামন অপরূপ দেহ।
যে দেখিল সেই হইল জ্ঞানহারা মোহ।।
ভূমিকম্প প্রায় বাড়ী নড়িয়া উঠিল।
স্ত্রী পুরুষ নাহি হুঁস্ ঢলিয়া পড়িল।।
ছিল যে চৈতন্য বালা চৌকির উপরে।
তার দিকে ধেঁয়ে যায় বেঁকি অস্ত্র ধরে।।
কত দিনে শাস্তি ভুগি' মনে বড় কোপ।
ক্রোধ ভরে চৈতন্যেরে মারে এক কোপ।।
সে কোপ লাগিল গিয়া চালের উপরে।
চাল কাটি খাম্বা কাটি লাগে তার শিরে।।
চেঁচা'য়ে চৈতন্য বলে 'রক্ষা করে কেবা।
রাখ্‌রে রাখ্‌রে ওরে কালাচাঁদ বাবা।।
কিয়দংশ কোপ লাগে চৈতন্যের শিরে।
রক্তবয় মোহ যায় বাক্য নাহি সরে।।
মোহপ্রাপ্ত ফকির সে চৈতন্য পাইল।
বাবারে! চাচারে! বলে চেঁচায়ে দৌঁড়িল।।
ফকিরের প্রতি পরে হৈল ধাবমান।
ফেলিয়া মারিল সেই বেঁকি অস্ত্রখান।।